বিষয়বস্তুঃ সূরা লাহাব

রবীউস সানীর চতুর্থ জুমুআর বয়ান

(২২ রবীউস সানী ১৪৪৪ হিজরী, ১৮ নভেম্বর ২০২২)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ৭৩

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۞ مَآ أَغْنٰى عَنْهُ مَالَهُ وَمَا كَسَبَ ۞ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۞ وَّامْرَأَتُهُ ط حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۞ فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

ঈমানদার ভাই সকল ! আজ রবীউস সানী মাসের ২২ তারিখ, চতুর্থ জুমুআ। আজ আমরা সূরা লাহাবের তরজমা ও তাফসীর করব, ইনশা আল্লাহ।

এ সূরাটি কুরআন করীমের ১১১ নম্বর সূরা। মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এর মধ্যে ৫টি আয়াত আছে। তাফসীরের কিতাবগুলিতে এ সূরাটি আরও দু'টি নামে প্রসিদ্ধঃ (১) সূরা 'মাসাদ' (২) সূরা তাব্বাত।

সূরাটির তরজমা এইঃ আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ

“আবূ লাহাবের দু’হাত ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে।”

مَآ أَغْنٰى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ

“কোন কাজে আসবে না তার ধন-সম্পদ এবং যা সে উপার্জন করেছে।”

سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ

“সত্বরেই সে প্রবেশ করবে লেলিহান বিশিষ্ট আগুনে।”

وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ

“এবং তার স্ত্রীও (আগুনে প্রবেশ করবে) যে ইন্ধন বহন করে।”

فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ

“তার গলায় থাকে খেজুরের ছালের তৈরি মজবুত দড়ি।” এ পর্যন্ত সূরা লাহাবের তরজমা শেষ হল।

সম্মানিত শ্রোতামণ্ডলী ! এবার আমরা এ সূরার সংক্ষিপ্ত তাফসীর শুনব। তাফসীরের মধ্যে আমরা ৩ টি বিষয় লক্ষ্য

করিঃ

(১) সূরা লাহাবের নামকরণ (২) আবূ লাহাব ও তার স্ত্রী উম্মে জামীলের পরিচয়, (৩) সূরা লাহাবের শানে নুযূল এবং আবূ লাহাবের শেষ পরিণাম।

সূরা লাহাবের নামকরণঃ

মনে রাখবেন, এ সূরার মধ্যে আবূ লাহাব সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ "অতি সত্বরেই সে প্রজ্বলিত লেলিহান বিশিষ্ট আগুনে অর্থাৎ জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" এখানে ذَاتَ لَهَبٍ বলতে, জাহান্নামের আগুনকে বোঝান হয়েছে। যেহেতু এ সূরার মধ্যে আবূ লাহাব ও তাঁর স্ত্রীর জাহান্নামী হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, তাই এ সূরার নাম রাখা হয়েছে সূরা লাহাব। এ সূরার আরেকটি নাম হল, 'সূরা তাব্বাত'। তাব্বাত শব্দটি এ সূরার শুরুতেই রয়েছে। এই তাব্বাত শব্দ দ্বারাই আল্লাহ তায়ালা আবূ লাহাব ও তার স্ত্রীর জন্য ইহকাল ও পরকালে ধ্বংসের ঘোষণা দিয়েছেন। তাই সূরার নাম সূরা তাব্বাত।

এ সূরার আরেকটি নাম হল সূরা মাসাদ। এ সূরার

সর্বশেষ শব্দ হল, মাসাদ। মাসাদ মানে, খেজুরের ছালের তৈরি মজবুত দড়ি। যা আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীলের গলায় থাকত। এই শেষ শব্দটির দিকে লক্ষ্য করে সূরার নাম হয়েছে, সূরা মাসাদ।

আবূ লাহাবের পরিচয়ঃ

সুধী বন্ধুগণ ! সূরা লাহাবের তাফসীর নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমে আমাদের জানতে হবে যে, কে সেই আবূ লাহাব ? যার নামে গোটা মানবজাতি কিয়ামত পর্যন্ত বদ দুআ করতে থাকবে ? আর তার ধ্বংসের কারণই বা কী ? তাই আমরা প্রথমে আবূ লাহাবের পরিচয় জেনে নিই।

তাফসীরে ইবনে কাসীরের মধ্যে এ সূরার ব্যাখ্যায় লেখা আছে যে, আবূ লাহাব হল রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আপন চাচা এবং তার প্রকৃত নাম হল, আব্দুল উয্যা। অর্থাৎ ‘উয্যা’ ঠাকুরের বান্দা। আর আবূ লাহাব ছিল তার ডাক নাম। আরবী ভাষায় ‘লাহাব’ মানে, সাদা উজ্জ্বল। তাফসীরের কিতাবে লেখা আছে,

যেহেতু তার চেহারা ছিল সাদা উজ্জ্বল, তাই তাকে আবূ লাহাব নামে ডাকা হত। আর তার স্ত্রীর নাম ছিল, উম্মে জামীল।

‘আসাহ্হুর সিয়ার’ নামক কিতাবের ৬ নম্বর পৃষ্ঠায় লেখা আছে, বিশ্বনবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তখন আবূ লাহাব নিজের দাসী সুওয়াইবা’কে দিয়ে নবীজিকে দুধ পান করিয়েছিল।

নুবুওয়াতের পূর্বে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে আবূ লাহাবের সম্পর্ক ভাল ছিল। এমনকি নবীজি নিজের দু’টি মেয়েকে আবূ লাহাবের দুই ছেলে উতবা আর উতাইবার সঙ্গে বিয়েও দিয়েছিলেন। এ দ্বারা বোঝা গেল, নুবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে আবূ লাহাবের সঙ্গে নবীজির সম্পর্ক ছিল খুব ভাল। অতঃপর নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নবুওয়াত প্রাপ্ত হলেন, তখন থেকেই আবূ লাহাব শত্রুতা আরম্ভ করে দিয়েছিল। এমনকি নবীজি যখনই দ্বীন প্রচারে বের হতেন, তখনই আবূ লাহাব পিছনে পিছনে প্রত্যেক সমাবেশে হাযির হত

এবং চরম বিরোধিতা করত।

এ সম্পর্কে মুসনাদে আহমাদের ১৯০০৪ নম্বর হাদীসে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত আছে, রবীয়াহ ইবনে ই'বাদ (রযি) বলেছেনঃ "আমি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জাহিলী যুগে (ইসলামের প্রথম যুগে) 'যুল মাজায' নামক বাজারে এ কথা বলতে দেখেছি যে, হে মানবজাতি ! তোমরা বলঃ এক আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই, তাহলে তোমরা (উভয় জগতে) কামিয়াব হবে। বহু মানুষ সেখানে জমায়েত হয়েছিল। কিন্তু সে সময় দেখলাম, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে একজন উজ্বল চেহারার মানুষ, যার চোখ দু'টি একটু টেরা ও মাথায় চুলের দু'টি খোপা ছিল, সে দাঁড়িয়ে বলছেঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تُطِيْعُوْهُ ، فَإِنَّهُ كَذَّابٌ صَابِئٌ

"হে মানুষেরা ! তোমরা এর কথা মানবে না। কেননা এ মিথ্যাবাদী এবং বাপ-দাদাদের পৈতৃক ধর্মকে ত্যাগ করেছে।" রবীয়াহ ইবনে ইবাদ (রযি) বলেছেনঃ আমি লোকেদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, ওই ব্যক্তিটি কে ? তারা

বললঃ নবীজির চাচা আব্দুল উয্যা। অর্থাৎ আবূ লাহাব।”

আমরা এ হাদীস থেকে জানতে পারলাম যে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বীন প্রচারের জন্য যেখানেই যেতেন, সেখানেই আবূ লাহাব বিরোধিতার জন্য পৌঁছে যেত।

আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীলের পরিচয়ঃ

আবূ লাহাবের মত তার স্ত্রী উম্মে জামীলও নবীজির বিরুদ্ধে চরম শত্রুতায় কোমর বেঁধে নেমেছিল। তার আসল নাম ছিল, আরওয়া বিনতে হার্‌ব। সে ছিল মক্কার বিশিষ্ট নেতা আবূ সুফিয়ানের বোন। সেও কম দাজ্জাল ছিল না। নবীজিকে জীবনে বহু কষ্ট দিয়েছে। নবীজির যাতায়াতের পথে কাঁটা ছড়িয়ে দিত এই সেই উম্মে জামীল। যাতে করে নবীজির পায়ে সেই কাঁটা ফোটে আর কষ্ট পায়। বিখ্যাত মুফাসসির, ইবনে জারীর তবারী এবং ইবনে কাসীর (রহ) এ সূরার মধ্যে وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ আয়াতের ব্যাখ্যায় এ কথা লিখেছেন।

সূরা লাহাব নাযিল হওয়ার ঘটনাঃ

সম্মানিত শ্রোতামণ্ডলী ! এবার আমরা এ সূরার শানে নুযূল লক্ষ্য করি। শানে নুযূল মানে, নাযিল হওয়ার ঘটনা।

সূরা লাহাবের শানে নুযূল সম্পর্কে সহীহ বুখারীর ৪৭৭১ ও ৪৯৭১ নম্বর হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, নুবুওয়াতের চতুর্থ বছরে যখন সূরা শূরা'র ২১৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নবীজিকে নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেনঃ وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ "হে নবী ! আপনি নিজের নিকটাত্মীয় পরিবারবর্গদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে সতর্ক করুন" তখন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশ বংশের সকলকে একত্রিত করার জন্য মক্কার বিখ্যাত 'সাফা' পাহাড়ে চড়ে يَا صَبَاحَاه বলে আওয়াজ দিয়েছিলেন। যে যামানায় আরবের মানুষেরা মহাবিপদের সময় يَا صَبَاحَاه বলে আওয়াজ দিত।

এই আওয়াজ শোনা মাত্রই রীতি অনুযায়ী মুহূর্তের মধ্যে কুরাইশ বংশের বহু মানুষ সেখানে হাযির হয়ে গিয়েছিল। সকলে বললঃ হে মুহাম্মাদ ! কী বিপদ আসলো বলো ? নবীজি বলেছিলেনঃ আমি যদি বলি যে, এই

পাহাড়ের পিছন থেকে শত্রুদের সৈন্যদল তোমাদের উপর আক্রমণ করতে আসছে, তাহলে তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে ? সকলেই বলেছিলঃ হ্যাঁ, অবশ্যই বিশ্বাস করব। কেননা, আমরা তোমাকে কখনও মিথ্যা বলতে দেখিনি। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেনঃ যদি তোমরা মূর্তি পূজা ত্যাগ না কর, তাহলে আমি তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব ও গযব থেকে সতর্ক করছি। সেই মজলিসে নবীজির চাচা আবূ লাহাবও হাযির ছিল। আবূ লাহাব দু'টি পাথর তুলে নবীজির দিকে নিক্ষেপ করে বলেছিলঃ

تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ ، أَلِهٰذا جَمَعْتَنَا يا محمد ؟

"হে মুহাম্মাদ ! সারাদিন তুমি ধ্বংস হও। তুমি এই জন্য আমাদেরকে এখানে জমা করেছ ? এই বলে আবূ লাহাব চলে গেল। তারপর আল্লাহ রব্বুল আলামীন আবূ লাহাবের ধ্বংসের জন্য সূরা লাহাব নাযিল করলেন।

নবীজির দুই কন্যার তালাকের ঘটনাঃ

আল্লামা ইবনে আব্দিল বার মালিকী (রহ) 'ইস্তেআব'

কিতাবের ১৮৩৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের দুই মেয়ে রুকাইয়া আর উম্মে কুলসূমকে আবূ লাহাবের দুই ছেলে উতবা আর উতাইবার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। অতঃপর নবীজির নুবুওয়াত প্রাপ্তির চার বছর পর যখন আবূ লাহাব ও তার স্ত্রীর সম্পর্কে কুরআন করীমের এই সূরা লাহাবটি নাযিল হয়েছিল, তখন আবূ লাহাব ও তার স্ত্রী তাদের দুই পুত্রকে ডেকে বলেছিলঃ رَأْسِي مِنْ رَأْسَيْكُمَا حَرَامٌ اِنْ لَمْ تُطَلِّقَا اِبْنَتَيْ مُحَمَّدٍ "যদি তোমরা মুহাম্মাদের দুই মেয়েকে তালাক না দাও, তাহলে তোমাদেরকে ত্যাজ্যপুত্র করে দিব।" বাপের কথা শুনে দু'ভাই নবীজির দুই কন্যাকে তালাক দিয়েছিল।

'মাজমাউয যাওয়াইদ' কিতাবের ৬ খণ্ডের ২১ পৃষ্ঠায় লেখা আছে যে, উতাইবা যখন উম্মে কুলসূমকে তালাক দিয়ে নবীজিকে তালাকের কথা জানাতে গিয়েছিল, তখন সে বলেছিলঃ আমি তোমার ধর্মকে অস্বীকার করলাম আর তোমার মেয়েকে তালাক দিলাম। তুমি কখনও আমার বাড়িতে আসবে না আর আমি তোমার বাড়িতে কখনও

আসব না। এই বলে সে নবীজির উপর এমন আক্রমণ করেছিল যে, নবীজির জামা মুবারক ছিঁড়ে গিয়েছিল।

ইমাম দামীরী (রহ) 'হায়াতুল হাইওয়ান' কিতাবের প্রথম খণ্ডের ২৯ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন যে, আবূ লাহাবের ছেলে উতাইবা যখন নবীজির উপর আক্রমণ করেছিল, সেই সময় নবীজি বদ দুআ দিয়ে বলেছিলেনঃ

اَللّٰهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبًا مِنْ كِلَابِكَ

"ওগো আল্লাহ ! এর উপর তোমার কুকুর ছেড়ে দাও।"

এ ঘটনার পর দু'এক দিন পর উতাইবা ব্যবসার উদ্দেশ্যে শাম দেশে রওনা হয়। সফরে রওনা হওয়ার সময় তার বাপ আবূ লাহাব তাকে বলেছিলঃ বেটা ! নিজেকে খেয়াল রেখ। কেননা, মুহাম্মাদের বদ দুআ কখনও বেকার হয় না। আমার খুব ভয় হচ্ছে !

তারপর উতাইবা সফরে বেরিয়ে পড়ল। যখন ব্যবসায়ী দল শাম দেশের নিকটবর্তী একটি এলাকায় পৌঁছল, তখন পথিমধ্যে তারা বিশ্রামের জন্য একটি পাদ্রীর ইবাদতগাহে আশ্রয় নিয়েছিল। পাদ্রী তাদেরকে বলেছিলঃ তোমরা

এখানে অবস্থান করলে কেন ? এখানে তো রাতে হিংস্র প্রাণীর উপদ্রব খুব বেশি। পাদ্রীর কথা না শুনে তারা সেখানেই অবস্থান করে।

রাতে ঘুমনোর সময় নবীজির বদ দুআ উতাইবার মনে পড়ল। তাই সে সকলকে বললঃ তোমরা সকলে জিনিস-পত্রগুলি এক জায়গায় জমা করে ঢিবি বানিয়ে দাও। আমি ওই ঢিবির উপর ঘুমাব। আর তোমরা চতুর্দিকে আমাকে পাহারা দিবে। সকলেই তাই করল। উতাইবা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল।

এদিকে সফরে ক্লান্ত থাকার কারণে যখন সকলেই ঘুমিয়ে পড়ল, তখন একটি হিংস্র প্রাণী এসে সকলকে নাক দিয়ে শুঁকে দেখল। দেখল যে, উতাইবা ঢিবির উপরে শুয়ে আছে। সিংহ উপরে লাফ দিয়ে উতাইবাকে আক্রমণ করে তাকে ছিন্ন বিছিন্ন করে দিয়ে চলে গেল। তখন উতাইবা জোর আওয়াজে চেঁচিয়ে বলেছিলঃ

وَاللهِ أَكَلَنِيْ كَلْبٌ كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ ، وَهُوَ بِمَكَّةَ وَأَنَا بِالْشَّامِ

“আল্লাহর কসম ! আমাকে একটি হিংস্র কুকুর খেয়ে

ফেলেছে। যেমনটা মুহাম্মাদ বদ দুআ দিয়েছিল। অথচ সে মক্কায় আর আমি শাম দেশে আছি।”

ব্যাখ্যাকারীরা লিখেছেন যে, এই প্রাণীটি হয় সিংহ ছিল অথবা কুকুরের মত দেখতে খুব ভয়াবহ ‘হায়না বাঘ’ ছিল। এভাবেই নবীজির বদ দুআ উতাইবার প্রতি কার্যকারী হয়েছিল। আর এটা ছিল নবীজির মস্তবড় মু’জিযা।

আবূ লাহাবের মৃত্যুর ঘটনাঃ

মুহতারম ভাই সকল ! এবার আমরা আবূ লাহাবের ভয়াবহ মৃত্যু সম্পর্কে আলোচনা করে বয়ান শেষ করব, ইনশা আল্লাহ।

মনে রাখবেন, আল্লাহ তায়ালা এই সূরা লাহাবের মধ্যেই বলেছেনঃ مَآ أَغْنٰى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ

“আবূ লাহাবের মাল-দৌলত ও তার উপার্জিত সম্পদ তার কোন কাজে আসবে না।” এর জ্বলন্ত প্রমাণ হল, তার ভয়াবহ মৃত্যু। তার মৃত্যু কীভাবে ঘটেছিল ? এ সম্পর্কে তবরানী শরীফের ৯১২ নম্বর হাদীসে আবূ রাফে (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ আমি আব্বাস রযিয়াল্লাহু

আনহুর গোলাম ছিলাম। দুই হিজরীতে বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের পরাজিত হওয়ার পর আবূ সুফিয়ান যখন মক্কায় ফিরে আসল, তখন আবূ লাহাব তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, কি গো ! আমাদের লোকদের কী হল ? তারা হেরে গেল কী করে ? তখন আবূ সুফিয়ান বলেছিলঃ মুহাম্মাদের দলবলরা আমাদেরকে যাচ্ছেতাই করে মেরেছে। যাকে পেরেছে, তাকে বন্দি করেছে। আল্লাহর কসম করে বলছিঃ আমাদের লোকের কোন দোষ দেওয়া যাবে না। এরা যথেষ্ট চেষ্টা করেছে। কিন্তু কী বলব ? বদরের ময়দানে এমন কিছু লোকদেরকে দেখেছিলাম, যাদেরকে আমি কখনও ইতিপূর্বে দেখিনি। সাদা পরিস্কার বর্ণের মানুষ তারা। সাদাকালো ডোরাকাটা শক্তিশালী ঘোড়ার পিঠে সাওয়ার হয়ে যেন উড়ে এসে আমাদের লোকদেরকে মারছে। আর আমরা কিছুই করতে পারছি না।

সাহাবী আবূ রাফে (রযি) বলেনঃ আমি আবূ লাহাবের পাশে বসে সব কথা শুনছিলাম। আমি বললামঃ ওই

লোকগুলি নিশ্চয় ফেরেশতা ছিল। আবূ লাহাব একথা শুনে আমার গালে এক থাপ্পড় মারল। আমিও আবূ লাহাবের উপর আক্রমণ করলাম। আমি দুর্বল ছিলাম, তাই সে আমাকে আছাড় মেরে ফেলে দিল। তারপর যখন আমার উপর চড়ে বসল, তখন আমার মালিকের স্ত্রী উম্মুল ফযল (রযি) একটি বাশ নিয়ে আবূ লাহাবের মাথায় সজোরে এক বাড়ি দিয়ে বললেনঃ এর মালিক বাড়ি নেই বলে এর সঙ্গে যা ইচ্ছে তাই করবে ? এ কথা বলে উম্মুল ফযল চলে গেলেন। বাশের আঘাতে আবূ লাহাবের মাথা ফেটে গেল। হযরত আবূ রাফে বলেনঃ সেই যে আবূ লাহাবের মাথায় উম্মুল ফযল আঘাত করেছিলেন, তারপর থেকে আবূ লাহাব আর উঠতে পারেনি। এরপর আবূ লাহাব মাত্র সাত দিন বেঁচে ছিল।

কিন্তু আল্লাহর কী মরযী, ওই অবস্থায় তার গায়ে গুটি গুটি বসন্ত বেরিয়েছিল। মক্কাবাসীরা যেটাকে ছোঁয়াচে রোগ মনে করত। সে জন্য তার পরিবারের কেউ তার ধারে-পাশে যেত না এবং তাকে খাদ্য পানিও দিত না। ওই

ভাবেই তার মৃত্যু হয়েছিল। এমনকি তার মৃত্যুর পর তার লাশ ৩ দিন পর্যন্ত বাড়িতে পড়েছিল। কেউ গোসলও দেয় নি। অবশেষে প্রতিবেশিরা যখন তার ছেলের উপর চাপ সৃষ্টি করল, তখন ছেলে একটি গর্ত খুড়ল। অতঃপর লাঠি দিয়ে ঠেলে ঠেলে আবূ লাহাবের সেই পঁচা লাশকে গর্তের মধ্যে ফেলে পাথর চাপা দিয়েছিল। এটাই ছিল সেই আবূ লাহাবের শেষ পরিণাম। তার মৃত্যুর সময় তার ধন সম্পদ ও তার সন্তানাদি কোন কাজে আসেনি। সকলেই তার থেকে সরে গিয়েছিল। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ مَآ أَغْنٰى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ "আবূ লাহাবের ধন-সম্পদ ও তার সন্তানাদি কোন কাজে আসবে না।"

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে অপমৃত্যু থেকে হিফাযত করুন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

সংকলনেঃ মুফতী ইবরাহীম কাসিমী
(মুহাদ্দিস, কালিকাপুর মাদরাসা)
প্রচারেঃ মুফতী নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী
সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ
হাফিয আবু যার সাল্লামাহুল্লাহ
মাষ্টার আশিক ইকবাল সাহেব